গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সমন্বয় কমিটির অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার স্থান	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	২১ অক্টোবর ২০২১, সকাল ১১.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট-'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা" প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের প্রধান কাজ হবে জাতীয় নির্দেশিকার আলোকে কার্যক্রম পর্যালোচনা করা, সিটি কর্পোরেশন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়ে সার্বিক পরিস্থিতি তদারকি, বাস্তবায়ন ও সুপারিশ জাতীয় কমিটির নিকট পেশ করা এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সভা করা। এ পর্যায়ে তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১) কে সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

১.২ জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১) সভাকে জানান যে, ২০১৯ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়। সে আলোকে আগস্ট/২০২১-এ একটি জাতীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নির্দেশিকায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটিসহ সিটি কর্পোরেশন,পৌরসভা, ইউনিয়ন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। একই সাথে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আওতাধীন দপ্তর সংস্থা জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১) এর সভাপতিত্বে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে আজকের এ সভাটি আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, সাধারণত: এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু মশার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এ বছর বৃষ্টির মৌসুম প্রলম্বিত হওয়ার কারণে এ সময়েও কিছু কিছু স্থানে বিশেষত ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী পাওয়া যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে মিরপুর, উত্তরা, টঙ্গী, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, যাত্রাবাড়ী, জুরাইন এলাকায় তুলনামূলকভাবে বেশী রোগী পাওয়া যাচ্ছে। এ সকল এলাকাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। তিনি আরোও বলেন যে, মশকের বংশবিস্তার প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) কে সভাপতি করে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) কে সেল এর কার্যপদ্ধতি সর্ম্পকে সভাকে অবহিত করার অনুরোধ জানান।

১.৩ উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) স্থানীয় সরকার বিভাগ সভাকে জানান যে, মশকের বংশবিস্তার প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগের গঠিত সেল কর্তৃক প্রতিদিনের কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রতিদিন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের নাম, ঠিকানা তথ্য এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে সকল তথ্যের সমন্বয়ে প্রতিবেদন

তৈরী করা হয়। এছাড়াও এ প্রতিবেদনে ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে বিভিন্ন এলাকায় প্রয়োগকৃত লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইডের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। এই সমন্বিত প্রতিবেদনটি মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পেশ করা হয়।

১.৪ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য সমন্বয় কমিটির যথাযথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিটি গ্রাম এবং ইউনিয়নে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে। যার ফলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো সহজতর হবে।

১.৫ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও ফোকাল পার্সন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন বলেন, গাজীপুর জেলার মধ্যে টঙ্গী এলাকায় ডেঙ্গুর প্রার্দুভাব বেশী। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সংযুক্ত যে সকল এলাকা রয়েছে সেখানে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী সংখ্যা বেশী। তিনি বলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্রাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে মশা নিধনের কার্যক্রম চলমান আছে। ইতিমধ্যে প্রায় ২৫০০ টন ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি এডিস মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করার জন্য স্প্রে মেশিন দিয়ে জীবানুনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়াও ওয়ার্ড পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে আহবায়ক করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সদস্য বৃন্দ চিরুনী অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করা সহ উড়ন্ত মশা নিধনের জন্য নিজস্ব জনবলের পাশাপাশি আউট সোসিং এর মাধ্যমে প্রত্যেক এলাকায় ফগিং কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

১.৬ উপপ্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ফোকাল পার্সন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সভাকে অবহিত করেন, মাননীয় মেয়র এঁর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে নিয়মিত মশক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পাক্ষিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গত আগস্ট মাসে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ডেঙ্গু রোগী শনাক্তের হার ছিল মোট শনাক্তের ৩৭.৭৬%। সেপ্টেম্বরে ছিল ২০.৪১% এবং গত ১৫ দিনে এ শনাক্তের হার নির্ণয় হয়েছে ১০-১৫%। এছাড়া তিনি আরোও বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ডেঙ্গু রোগীর যে তথ্য প্রদান করা হয় সেখানে যথাযথ ঠিকানা উল্লেখ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান সনাক্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ডেঙ্গু রোগীর সঠিক তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

১.৭ উপপ্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ফোকাল পার্সন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বলেন, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে সার্বক্ষণিক মনিটরিং চলমান রয়েছে। এডিস মশা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত হাসপাতাল সমূহে লার্ভিসাইডিং এবং ফগিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে এডিস মশা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হচ্ছে। নগরবাসীকে সচেতন করার জন্য মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে নিয়মিত মামলা এবং জরিমানা করা হচ্ছে।

১.৮ ফোকাল পার্সন, ঢাকা ওয়াসা বলেন, ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন এলাকায় তাদের যে সকল ট্রিটমেন্ট প্লান্ট আছে সেগুলো তারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া তিনি আরোও বলেন যে, এ সকল এলাকায় কোথাও পানি জমা থাকলে তা দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, ডেঙ্গু মশক নিধনে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। যে সকল এলাকায় তুলনামূলকভাবে বেশী সংখ্যক ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হচ্ছে সে সকল এলাকাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে সমন্বতি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২. সভার সিদ্ধান্তসমূহ:

সভার সকলের বক্তব্য পর্যালোচনা করে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১	সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশিকায় বর্ণিত সংযোজনীর আলোকে বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করবে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন ২। সকল পৌরসভা ৩। সকল জেলা পরিষদ ৪। সকল উপজেলা পরিষদ ৫। সকল ইউনিয়ন পরিষদ
২.২	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে মিরপুর, উত্তরা, টঙ্গীসহ যে সকল স্থানে অধিকসংখ্যক ডেঙ্গু রোগী পাওয়া যাচ্ছে। এ সকল ওয়ার্ডে বিশেষ অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	১. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ২. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৩. গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
২.৩	সিটি কর্পোরেশনসমূহ ওয়ার্ড পর্যায়ে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকি করবে এবং প্রতিমাসে তাদের গৃহীত সকল কার্যক্রমের প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন
২.৪	ক) ডেঙ্গু রোগীদের যথাযথ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক সঠিক তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রদান করবে। খ) সনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীদের বাসস্থান সম্বলিত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনসমূহ হটস্পট চিহ্নিতপূর্বক বিশেষ অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখবে।	১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২। সকল সিটি কর্পোরেশন
২.৫	পৌরসভা, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম জেলা পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রতিমাসে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবেন।	১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ২। জেলা পরিষদ (সকল) ৩। পৌরসভা (সকল)
২.৬	ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত যেকোন কার্যক্রম সকল পর্যায়ে উক্ত জাতীয় নির্দেশিকার আলোকে প্রতিপালিত হবে।	সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ)

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৭.১১.২১

(মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী)
অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১০৭.১৮.০০১.২১-৫৭ (১/২০)

তারিখ: ২৬ কার্তিক ১৪২৮ / ১১ নভেম্বর ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
২. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৩. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
৬. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৮. যুগ্মসচিব (প্রশাসন/ নগর উন্নয়ন-২/ পানি সরবরাহ/ উন্নয়ন/ মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৯. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা।
১০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।
১১. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ .....(সকল)।
১২. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা.....(সকল)।
১৩. মেয়র, পৌরসভা ..... (সকল)।
১৪. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১৫. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা স্থানীয় সরকার বিভাগ।

১১.১১.২০২১

শাফিয়া আক্তার শিমু
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৩৬২৫
ই-মেইল:urbandevelopment2@lgd.gov.bd